দামুড়হুদার ধান্যঘরায় বাবর আলীর হত্যার রহস্য উৎঘাটন সংবাদ সম্মেলনে জেলা পুলিশ

দামুড়হুদায় ফল ব্যবসায়ীকে গলাকেটে হত্যা রহস্য ২৪ ঘন্টায় উদঘাটন করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ঘটনার পরের দিন স্ত্রী মহিমা বেগম (৪০) কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে নিজেই তার স্বামীকে জবাই করে।

এ ঘটনায় আজ রবিবার সকাল ১১ টায় দর্শনা থানা চত্তরে এ সংবাদ সম্মেলন করে জেলা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা।
এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এএসপি দামুড়হুদা সার্কেল জাকিয়া সুলতানা।

এ সময় তিনি বলেন হত্যার কাজে ব্যবহৃত উদ্ধার করা হয় ঘরের মধ্যে খাটের নিচ থেকে হাসুয়া। মহিমা বিভিন্ন এনজিও ঝণের টাকা নিয়েই স্ত্রীর বলির শিকার হয় স্বামী বাবর আলী। এই এনজিও ঝণের কারনে স্বামী বাবর আলীর সাথে মাঝে মধ্যে পারিবারিক দন্দ হত। গত বৃহস্পতিবার ৮ মে ঐ দিন সন্ধার দিকে স্বামী বাবর আলীর সাথে বাক বিতন্ড হয়।সেই রাত্রে ধারালো হাসুয়া দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় বাবর আলীকে স্বজোরে গলায় কোপ দেয়।তার চিৎকার শুনে বাড়ি লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।চিকিৎধীন অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরনে তার মৃত্য হয়। এ ঘটনায় নিহত বাবর আলীর ভাই ছাবের আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামী করে মামলা করে দর্শনা থানায়।

তবে থানা হেফাজতে নেওয়া তার স্ত্রীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায় স্বীকার করেন সে নিজেই খুন করেছে তার স্বামীকে। তার স্বীকারোক্তিতে পুলিশ উদ্ধার করে হত্যা কাজে ব্যবহৃত হাসুয়া।

দর্শনা থানা পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ হত্যার রহস্য উৎঘটন করায় সাবুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি।উল্লেখ্য, গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত বাবর আলী উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে।এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ওসি তদন্ত এস এম আমানউল্লা আমান, দর্শনা থানার ওসি

অপারেশন নীরব হোসেন, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আহম্মেদ বিশ্বাস।

জামিনে বেরিয়ে গাংনীর সুদ ব্যবসায়ী আনারুল আরও বেপরোয়া

গাংনী উপজেলার ভোমরদহ গ্রামের গৃহবধু শিউলী খাতুন ও নিলুফার ইয়াসমীন। আর্থিক অনটনের কারণে গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু ইউনুছ আলীর ছেলে সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ব্যাংক চেক দিয়ে ২ লাখ টাকা নেন। প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা দিয়ে গত দেড় বছরে তিন লাখ পরিশোধ করেন। তারপরেও এখন সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম শিউলীর কাছে ২ লাখ টাকা দাবী করছে। এঘটনায় ভুক্তভোগী ওই নারী গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগে দিয়েছেন।

গত ৩ এপ্রিল বিষয়টি নিয়ে গাংনী থানা পুলিশ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা বসে চেক ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রতি দেন আনারুল ইসলাম।

একই অভিযোগে করেছেন, ভোমরদহ গ্রামের তাইজাল ইসলামের স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমীন। তিনি বলেন আমি আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা সুদে নিয়ে তাকে ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করার পরেও সে এখন ২ রাখ টাকা দাবী করে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগাল করে আসছেন।

এঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের সাবেক ছাত্র নেতা শাহিদুজ্জামান শিপুর অফিসে ওই দুই নারী তাদের উপর সুদ কারবারী আনারুল ইসলাম, জমির উদ্দীনের ছেলে সুদ ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম ও মহিজ উদ্দীনের ছেলে সুদ ব্যবসায়ী শফি’র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন। এর আগে এই সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে সাবেক ছাত্র নেতা শিপু এই সব নারীদের পক্ষে কথা বলায় সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম গতকাল বিকালে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন।

এঘটনায় শাহিদুজ্জামান শিপু তাৎক্ষনিকভাবে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে বিষয়টি তুলে ধরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, এলাকার গরীব অসহায় মানুষের মধ্যে সুদের টাকা বিতরণ করে চড়া সুদের টাকা আদায় করে থাকেন। তার অত্যাচার নির্যাতন ও দৌরাত্মে স্বামীর ঘর ছাড়া হয়েছেন অনেক নারী। তাদের মধ্যে ঘর ছাড়া এক অসহায় নারী শিউলী খাতুন ও নিলুফা ইয়াসমীন। তারা দুজনেই আনারুল ইসলামের কাছে থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে এখন স্বামীর ঘর ছাড়া হয়ে পড়েছেন।

তারা দুজনেই আনারুল ইসলামের কাছ থেকে সুদের উপর টাকা নিয়ে সুদসহ আসল টাকা পরিশাধে করার আরও টাকার দাবি করে মিথ্যা মামলার হুমকি, শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন চালান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিউলী খাতুন লিখিত বক্তব্যেই বলেন, আমার নিকট থেকে আমার স্বাক্ষরিত সোনালী ব্যাংক শাখার একটি ব্লাঙ্ক (ফাঁকা) চেক জমা নিয়ে আমাকে ২ লাখ টাকা প্রদান করেন আনারুল। আমি মাসিক ২০ হাজার টাকা সুদসহ দেড় বছরে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা পরিশাধে করার পরও আমাকে আমার চেক ফেরত দেয়নি সে।আরও ২ লাখ টাকা দিতে এখন নানাভাবে হুমকী ধামকী দিচ্ছেন।

সুদ ব্যবসায়ী আনারুলের দাবিকৃত অতিরিক্ত টাকা না দেয়ায় আমাকে মারপিট ও মামলার ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এমনকি আমাকে ও আমার বিবাহিতা মেয়েকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমি একজন অসহায় গরীব মানুষ। বর্তমান আমি ওই টাকা পরিশাধে করতে বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। এসব কারণে আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে।

তিনি বলেন, সুদ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে চড়া সুদের টাকা নেয়ার কারণে এলাকার গরীব মানুষ ব্যাপক ভাবে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে যাচ্ছে। আমি সুদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সাংবাদিকদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি।

এবিষয়ে শাহিদুজ্জামান শিপু আরও বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যায় কখনও বরদাস্ত করবেন না। সরকারের সুনাম নষ্ট করতে এক শ্রেণীর মানুষ নানা ষড়যন্ত্র করে সরকারের উন্নয়নে বাঁধাগ্রস্থ করছে।
সুদ ব্যবসার নামে মানুষকে শোষণ করছে। গ্রামের অসহায় মানুষকে জিম্মি করে তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে। আমি এসব নিয়ে

প্রতিবাদ করায় গাংনীর এক শ্রেণীর মুখাশেধারী নেতা সুদ ব্যবসায়ীদের সমর্থন করছেন। জনগণের জন্য পুলিশ ভাল কাজ করে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রতিহিংসা করছে একটি চক্র।

উল্লেখ্য গাংনীর এই সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম ও অপর সুদ ব্যবসায়ী আবু হানিফের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬৬৯ টি ফাঁকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও ৬২০ টি বিভিন্ন ব্যাংকের ফাঁকা চেকসহ এই দুজনকে আটক করেন। বেশ কিছুদিন হাজত খেটে জামিনে বেরিয়ে এসে এবার নতুন উদ্যোমে সুদ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সাথে গাংনী উপজেলা শহরের কয়েকজন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়ে অসহায় গরীব লোকজনকে অত্যাচার শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের অত্যাচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেত গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর কমিিউনিট সেন্টার প্রাঙ্গনে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা এই সংবাদ সম্মেলন করেন।

এ সময় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, আব্দুল হান্নান একজন ভূমিদস্যু, সন্ত্রাসীর মদদাতা এবং অত্যাচারি প্রকৃতির লোক। সে গ্রামের শত শত লোকের ভূমি দখল করে রেখেছে এবং তার প্রতিবাদ করতে গেলে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি গৃহহারা ও সর্বস্বান্ত করার হুমকি দেয়। তার অত্যাচার থেকে গ্রামবাসী রক্ষা পেতে চায়।

কোটচাঁদপুরে প্রতারকের হাত থেকে রেহাই পেতে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন

প্রতারক মাসুদ রানা পারভেজের হাত থেকে রেহাই পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুরের বহিরগাছি গ্রামের সমাজ কল্যান ভবনে এ সম্মেলন করেন তারা। গ্রামবাসীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ওই গ্রামের হাসান তারিখ।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন,ওই গ্রামের ভুক্তভোগি রেজাউল করিম,রফিকুল মন্ডল, মামুনুর রশীদ,গোলাম রসুল,আব্দুর রাজ্জাক,মিরাজ হোসেন,সব্দুল মন্ডল,লিমন মন্ডল,ইদু মন্ডল ও পারভেজের চাচা আব্দুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন গ্রামের শতাধিক নারী পুরুষ।

হাসান তারিখ বলেন,মাসুদ রানা পারভেজ (৪০)। সে বহিরগাছি গ্রামের ওসমান গনির ছেলে। পারভেজ পিতা-মাতার বড় সন্তান। লেখা -পড়া করা কালীন থেকে সে প্রতারনা শুরু করেন।

ওই সময় এলাকার কিছু মানুষের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চলে যান ঢাকায়। ওখানে অনেক দিন গাঁ ঢাকা দিয়ে থাকেন। এরপর আগের ঘটনাগুলো চাপা পড়ায় কয়েক বছর ধরে সে গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছেন। ফিরে গেছেন আগের চেহারায়। এলাকায় কোন ঘটনা ঘটলে চাঁদা দাবি করেন পুলিশের ভয় দেখিয়ে। না হয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে।

এবার প্রতারনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো দুটি হাতিয়ার। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করেন। আর এর সুবাদে পুলিশের সঙ্গে তাঁর ভাল জানাশোনা। এ ভয়ে এতকিছুর পরও ভুক্তভোগিরা নিশ্চুপ ছিল।

আর এ সব প্রতারনার স্বীকার হয়েছেন,ওই গ্রামের রেজাউল করিম,রফিকুল মন্ডল, মামুনুর রশীদ,গোলাম রসুল,আব্দুর রাজ্জাক,মিরাজ হোসেন,বিকাশ বিশ্বাস, সাকিব হোসন,বাবু,কালিগঞ্জের অনিল বিশ্বাস, অজয় বিশ্বাস ও কোটচাঁদপুরের তালসার গ্রামের ছায়েরা বেগম।

আর সম্প্রতি শিকার হয়েছেন সরকারি কর্মচারি ইকরামূল হক। গাছ কাটার বিষয় নিয়ে চাঁদা দাবি করেন পারভেজ। ওই টাকা না পেয়ে কথা কাটাকাটি হয় তাদের মধ্যে। একপর্যায় তাকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেন মাসুদ রানা। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ ও করেছেন ভুক্তভোগী।

এরপর থেকে মুখ খুলতে থাকেন গ্রামবাসী। আয়োজন করেন সংবাদ সম্মেলনের। বিষয়টি নিয়ে মাসুদ রানা পারভেজের চাচা আব্দুর রহমান বলেন,সকল ভাল কাজের সঙ্গে থাকেন ইকরামুল হক নামের ওই ছেলে। তাকেও সে হয়রানি করেছে। মেরে হাত ভেঙ্গে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, সে আমার ভাইপো হলে কি হবে। তার অপকর্মের দায় কে নিবে। আমিও তাঁর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে মাসুদ রানা পারভেজ বলেন,আমি একটা সরকারি গাছ কাটার ব্যাপারে বাধা দিই। এতে করে তারা আমার উপর রাগান্বিত হয়। মারতে যায়। ওই ঘটনায় আমি কাউকে মারিনি।

গ্রামবাসীর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,অভিযোগ একজন করতেই পারেন। তবে সেটা তো প্রমানিত হতে হবে।

আমদাহ ইউপি নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলন

আগামী ১৬ই মার্চ-২০২৩ আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলেক্ষ্য আনারস প্রতীকের সতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

সোমবার বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সতন্ত্র প্রার্থী আনারুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি। বিগতদিনের চেয়ারম্যান

হিসেবে নই, একজন সেকব হিসেবে যেভাবে জনগনের পাশে থেকেছি তারই ধারাবাহিকতায় আমার পক্ষে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জনজোটের সৃষ্টি হয়েছে সেটা নস্যাৎ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি করে শান্ত পরিবেশ অশান্ত করার পায়তারা করছে নৌকার প্রার্থীর নেতা কর্মীরা। তারই প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন ।

আপনারা জানেন আগামী ১৬ই মার্চ-২০২৩ আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি মোঃ আনারুল ইসলাম, আনারস মার্কা প্রতীক নির্বাচনে অংশগ্রগ্রহণ করছি। বিগতদিনে চেয়ারম্যান হিসেবে নই, একজন সেকব হিসেবে যেভাবে জনগনের পাশে থেকেছি উন্নয়নের চাকা সচল রেখেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আমার পক্ষে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জনজোটের সৃষ্টি সেই কারনে আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী । জনগণের বিচারেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে তাই জনগণের রায়কে মেনে নিয়ে ইউনিয়নবাসীর সার্বিক কল্যাণে এগিয়ে যাওয়ায় আমার একমাত্র লক্ষ্য।

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে, আমার কর্মীদের হুমকি প্রদর্শনসহ, গোপন সূত্রে জানতে পারলাম আমার বিপক্ষ প্রার্থী এবং তার কর্মীগণ তাদেরই নিজ অফিস ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের মতো অপ্রিতীকর ঘটনা ঘটাতে পারে। কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আমার কর্মীকে আইনি হায়রানি করার জঘন্য পরিকল্পনা করেছে। বিষয়টি আর্চ করতে পেরে, প্রথমেই আমি আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। কারণ আপনাদের লেখনি জনমানুষের বিবেককে জাগ্রত করে, আপনাদের তৎপরতাই যেকোন অপ্রিতীকর ঘটনা পরিকল্পনা নস্যাৎ এড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই ।

এসময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু, জেলা প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, সাংবাদিক বেন আমীন মুক্ত, রামিজ সহ সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন ।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল জোয়ার্দ্দারের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ জোয়ার্দ্দার বিপুল।

রবিবার বিকেলে নাগদাহ গ্রামস্থ তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল উল্লেখ করেছেন যে, আসন্ন ১১ নং নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার নির্বাচনী প্রতীক চশমা। নির্বাচনে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নৌকার প্রার্থী হায়াত আলী ও তার সমর্থকেরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকিসহ তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করছে।

গত ১১ মার্চ শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় নৌকার সমর্থকেরা দা, লোহার রড ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইউনিয়নের জহুরুলনগর গ্রামে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ সময় জহুরুলনগর গ্রামের রিন্টু, সহিদুল ও মোবারেক নামের তার তিন সমর্থককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে এবং নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এছাড়াও আরেক সমর্থক বুদোইকেও মারধর করে জখম করে।

তিনি বলেন, জহুরুলনগরে সংঘটিত ঘটনার পর ওই রাতে নৌকার সমর্থকেরা আরো সংগঠিত হয়ে ইউনিয়নে তার (স্বতন্ত্র) বিভিন্ন নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জহুরুলনগর গ্রামের তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সমর্থকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। তারা বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নাগদাহ ইউপি নির্বাচন আদোও সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল

প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুদৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের পিতা বর্ষিয়ান আওয়ামীলীগের নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, খাজাউদ্দিন, মানিক মিয়া, গোলাম মোস্তফা, বুলবুল জোয়ার্দ্দার, বাক্কা জোয়ার্দ্দার, পিন্টু মন্ডল, মজিবর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক ও সুরুজ হোসেনসহ গ্রামবাসি।

গাংনীর করমদি দারুসসুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপারের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুসসুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ক্ষতি করার অপচেষ্টা ও সুপারের মান ক্ষুন্ন করার প্রতিবাদে স◌ংবাদ সম্মেলন করেছেন মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর।

সোমবার সকাল ১১ টা্রদিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মাদ্রসার সুপার আবু জাফর বলেন, আমি করমদি দারুস্সুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় বিগত ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যবধি সুনামের সহিত সুপার পদে দায়িত্বপালন করে আসছি। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি কুচক্রী মহল মাদ্রাসা ও বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিরোধী মত ও পথের অনুসারী আমার সুনাম নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাসায় এসেম্বলী চলাকালীন সময় নবম শ্রেনীর কয়েজন অমনোযোগী ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের শাষন করার কারনে তারা আমার উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং কুচক্রীমহলের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে আমার প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেনীর কিছু শিক্ষার্থী গত ২ মার্চ সন্ধ্যার সময় ভিডিও প্রসঙ্গে জানতে পারি। উক্ত তারিখে আমার

মাদ্রাসার কাজ শেষে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকটে যায় এবং উক্ত সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভিডিও বিষয়ে আমার কোন জানা নাই। গত ৫ মার্চ রবিবার সকালে মাদ্রাসায় গেলে তালাবদ্ধ দেখতে পাই। বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু উচ্ছংখল ছাত্র এবং বহিরাগত ষড়যস্তমুলকভাবে মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে মাদ্রাসায় প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়। আমি মাদ্রাসার নিরাপত্তার জন্য বামন্দি ক্যাম্পের ইনচার্জ এবং গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করি। নির্বাহী অফিসার নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনকে অবগত করলে গাংনী থানার পুলিশ মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়। কুচক্রীমহলদের ওই ভিডিওগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কারও ইন্ধনে কোন বিশেষ মহলের প্ররোচনায় ভিডিওগুলি ধারন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গত বছরের ১৫ ই আগষ্ট পালন উপলক্ষে ওই বছরের ২ আগস্ট মাদ্রাসায় ব্যানার টানালে কিছু চক্রীমহলের ইন্ধনে ওই ব্যানারটি পরদিন ৩ আগস্ট কেটে ফেললে আমি তৎকালীন ইউএনও স্যারকে অবগত করি এবং গাংনী থানায় একটি জিডি করি। যার নং ১৫৪, তাং ৪/৮/২১ ইং। কিন্তু অদ্যবধি ওই কুচক্রীমহল আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। এমতাবস্থায় আমাকে মাদ্রাসায় যেতে বাধাপ্রদান ও হুমকি দিচ্ছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিরাপত্তা চাই।

সংবাদ সম্মেলন◌ে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, আমাদের অর্থনীতি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, মাইটিভি প্রতিনিধি মাসুদ রানাসহ ক্লাবের সদস্যরা অংশ নেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কাদেরের সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার

দর্শনা পৌরসভা উপনির্বাচনে মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কাদের(৫৫) দর্শনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থিতা

প্রত্যাহার করেছে। তিনি দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের ইউছুফ আলীর ছেলে ও বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামি সমর্থীত প্রার্থী ছিলেন। দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী ছিলেন।

গতকাল রোববার দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা পেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

আব্দুল কাদের তার লিখিত বক্তব্যে বলেন,দর্শনা পৌরসভা উপনির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতের দলীয় স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করি। গত শুক্রবার রামনগরে আমার দলের নেতা কর্মী সমর্থক নিয়ে গণ সংযোগ করছিলাম। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা ফয়সাল ও ফলেয়ার সহ বেশ কিছু লোকজন তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং বিভিন্ন ভাবে আমার প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এছাড়া গত শনিবার দুপুরে দর্শনা পৌর জামায়াতে আমির সাহিকুল আলম অপু ও ছানোয়ারসহ দুজন নেতাকর্মী কে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে দর্শনা পৌর উপ- নির্বাচনে নির্বাচনীয় পরিবেশ না থকায় আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার আব্দুল কাদেরের নির্বাচন পরিচালনার পরিষদের আহবায়ক আসকার আলী, পৌর জামায়তের ভারপ্রাপ্ত আমির গোলজার হোসেন।

কোটচাঁদপুর পৌরসভার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

প্রকৌশলী কর্তৃক পৌরসভার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নের প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল ১১টায় পৌর ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় পৌর সচিব এনামুল হক প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে সহিদুজ্জামান সেলিম বলেন, আমি দায়িত্বভার গ্রহণের পর জনস্বার্থ ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে পৌরভবন, রোড লাইট, পানি সরবরাহসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে পূর্বের মেয়রদের আমলের বকেয়া বিল বাবদ ২ কোট ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার ৭’শ ১৩ টাকার মধ্য থেকে ২৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২’শ ১০ টাকা বকেয়া পরিশোধ করি। পরবর্তীতে আমরা প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে গত ২১ সালের মে মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ১০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়েছি। আমার পরিষদের সময়কালীন কোন বিল বকেয়া up।

স্থানীয় আবাসিক প্রকৌশলী বকেয়া বিল আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক ২ লক্ষ টাকা ও প্রতিমাসে বিলের সাথে ১ লক্ষ টাকা বকেয়া সমন্বয়ের প্রস্তাব দিই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আবাসিক প্রকৌশলী আমাদের সাথে কোন পরামর্শ না করেই গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর পৌর এলাকার ২টি রোড লাইট ও পানির পাম্পের ৩টি লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। এতে পৌরবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পৌর মেয়র বলেন, সাবেক মেয়রদের সময়ে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বকেয়া আদায়ে তৎপর না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ অবস্থা উত্তোরনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন জাহিদ বলেন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন হাত নেই।

পবিত্র কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন

সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আব্দুল ওহাব ও পৌর ইমাম সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান ,তথ্য সম্পাদক ইদ্রিস আলী প্রমুখ।